দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7/12/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

016

প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা

শিক্ষার ধারা কি এবার উল্টোমুখী বইবে? শিক্ষার হার বৃদ্ধি করাতো আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু ধরন দেখে মনে হচ্ছে তা যেন এবার কমার দিকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা কিন্তু বাড়ছে। জনসংখ্যা এত বেশি বাড়ছে যে তুলনা করতে গেলে অন্য সব কিছু পিছু হটছে বলে ভুল হয়।

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে জানা যায়, গত তিন বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে। ১৯৭৮ সালের তুলনায় ১৯৮১ সালে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ১২ ভাগ কম। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বেশী হওয়া উচিত ছিল। কারণ জনসংখ্যা বাড়ছে। আনুপাতিক হারে ছাত্র ভর্তির হারও বেশী হওয়া উচিত। তার ওপর আমাদের শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্য আছে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচীও আছে। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু উদ্যোগ নিতেও দেখা গেছে। কিন্তু কোন উদ্যোগই খুব বেশী সাফল্য দাবী করতে পারে না নিশ্চয়। কারণ গত ৩৫ বছরে জনশিক্ষার হার মাত্র দশ ভাগ বেড়েছে। ২০ ভাগ থেকে ২২ ভাগ হয়েছে। এই হারে চলতে থাকলে সর্বাঙ্গীন স্বাক্ষরতা অর্জন করতে করতে দুই তিন শতাব্দী পেরিয়ে যাবার কথা।

গলদ নিশ্চয় কোথাও আছে। গলদটা কোথায় তা দেখা দরকার, শিক্ষা বিস্তারের প্রক্রিয়াকে ত্রুটিমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া জরুরী। আসল অসুবিধাটা যে অর্থনৈতিক তাতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা এত তীব্র এবং বহুমুখী যে শুধু স্কুলের বেতন ফ্রি হলেই স্কুলে ভর্তি হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। শিশু বয়স থেকে যাদের অন্ন সংস্থানের ধান্দা আছে তাদের পক্ষে স্কুলে যাওয়া হয়ত বিলাসিতা মনে হতে পারে। এই বিবেচনা থেকে বলা যায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে শিক্ষার হার বাড়বে, আর তার অবনতি হলে শিক্ষার হারও কমবে। শিক্ষার হার প্রত্যক্ষভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে শিক্ষা সংক্রান্ত আরো কিছু দুরবস্থার কথা বলা হয়েছে। গৃহশিক্ষক রাখার প্রবণতা, নকল, শিক্ষকের বেতনে অনিয়ম প্রভৃতি। স্কুল শিক্ষকের বেতন যুক্তিসঙ্গত হলে এবং তা নিয়মিত পাওয়া গেলে শিক্ষকরা পেশার প্রতি অনুগত হবেন বলেই আশা করা যায়। দেনাপাওনার হিসাবটা সর্বজনীন নিঃসন্দেহে। তবে এক্ষেত্রে মূল্যবোধের একটা ব্যাপারও নিশ্চয় আছে যা শিক্ষককে তার পেশার প্রতি অনুগত রাখতে পারে। মূল্যবোধ নষ্ট হলেই মুশকিল।

শিক্ষা সমস্যার বহু দিক, বহু জটিলতা। সরকার, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই এর সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। সামগ্রিকভাবে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলেই চারদিক দিয়ে এই সমস্যা উপচে পড়েছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।